অঞ্চলের ধারণা
Concepts of Regions

ভূগোলের আলোচনায় ব্যাপ্তিস্থানের (space) ধারণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাই ভূগোলে অঞ্চল একটি বহুল ব্যবহৃত শব্দ। ভৌগোলিকদের কাছে অঞ্চল হল এক বা একাধিক সমধর্মী গুণবিশিষ্ট এলাকা। এই অঞ্চলকেই কেন্দ্র করে প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয়ের উদ্ভবের বিকাশ এবং মানবিক কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। তাই আঞ্চলিক ভূগোলে অঞ্চলের ধারণা বিশেষ গুরুত্ব পায়।

অঞ্চলের সংজ্ঞা (Defination of Region) :

অঞ্চলের সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া বেশ কঠিন। তবে অঞ্চল শব্দটি এসেছে ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত কোন একটি অংশ থেকে (চেম্বারের 20th century dictionary) অনুযায়ী। আবার কিছু ভৌগোলিক অঞ্চল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভিন্নমত প্রদান করেন। কেননা বিভিন্ন মানুষ আলাদা আলাদা বিষয়কে বোঝানোর জন্য অঞ্চল সম্বন্ধে ধারণার ব্যবহার করে থাকেন। তবে আরও বলা হয় অঞ্চল হল একটি পৃথক এলাকা, যার মধ্যে একধরনের সমরূপতা থাকে। এবং তা পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র। আঞ্চলিক পৃথকীকরণ (Regional Differentiation) ধারণায় এই প্রত্যেকটি অঞ্চলের বিভিন্নতার বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়। তাই অঞ্চল সম্পর্কে ধারণাকে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথক করা হয়। যেমন— (1) বস্তুভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি (2) ও বিষয়ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি।

1. বস্তুভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি (Objective View) :

বস্তুভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী একটি অঞ্চল একটি স্থানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এবং তার একটি স্থানভিত্তিক মাত্রা রয়েছে বলে মনে করা হয়। বস্তুভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে স্থানকে প্রাথমিক উপাদান হিসাবে গণ্য করে অঞ্চলের সংজ্ঞা দেওয়া হয়। এই সংজ্ঞানুযায়ী অঞ্চল হল একটি স্থলভিত্তিক একক যার কিছু সুনির্দিষ্ট মাত্রা রয়েছে অর্থাৎ অঞ্চল হল বিভিন্ন মাত্রার এক স্থানভিত্তিক সংগঠন। oxford এর ভৌগোলিক এ.জে. হার্বার্টসন (J. Herbertson) এবং বিংশ শতাব্দীর ভৌগোলিকগণ এই ধারণা পোষণ করেন। Herbertson সমগ্র পৃথিবীকে কতগুলি প্রাকৃতিক অঞ্চলে ভাগ করেছেন মূলত: চারটি ধারণার উপর ভিত্তি করে। যথা— ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, স্বাভাবিক উদ্ভিদ এবং জনঘনত্ব। এই বিভাজনে জলবায়ুকে প্রধান উপাদান হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। ভিদাল-ডি-লা-ব্লাচ (vidal-de-la-blach) একইভাবে ফ্রান্সে আঞ্চলিকীকরণ করেন এবং এক্ষেত্রে তিনি জনসংখ্যাকে প্রাধান্য দেন। আর.ই. ডিকিনসন (R.E. Dickinson) শহরাঞ্চলের প্রবক্তা ছিলেন এবং তিনি শহরকে একটি সামাজিক একক হিসাবে দেখেছেন।

2. বিষয়ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি (Subjective view) :

বিষয়ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অঞ্চল হল একটি স্থানহীন বিষয় বা শুধুমাত্র একটি ধারণা। প্রকৃতপক্ষে এর কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই। এটি পৃথিবীকে পর্যবেক্ষণের কাজে সহায়তাকারী একটি আদর্শমাত্র। বিষয়ভিত্তিক ধারণার অনুগামীরা মনে করেন যে, অঞ্চল হল কিছু নির্দিষ্ট নির্ণায়কের ভিত্তিতে নির্ধারিত একটি বর্ণনা প্রদানের যন্ত্র যা একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত রয়েছে। যেমন— স্থানগত বৈশিষ্ট্যের শ্রেণিবিভাগ এবং তাদের পৃথকীকরণ। বর্তমানে এই ধারণাটি সর্বসাধারণের বা ভূগোলবিদদের কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য। এই মতানুযায়ী অঞ্চল হল একটি বর্ণনা প্রদানের যন্ত্র যা একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কতগুলি নির্দিষ্ট উপাদানের সাহায্যে সৃষ্ট। সুতরাং উপাদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করলে অঞ্চলের সংখ্যারও বৃদ্ধি ঘটবে।

অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Region) :

অঞ্চলকে যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন অঞ্চলের নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। পরিকল্পনাবিদ

Scanned by CamScanner

স্মিথ (Simth)-এর মতে অঞ্চলের কমপক্ষে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যথা—

1. অঞ্চলের নির্দিষ্ট প্রশাসন ও প্রশাসনিক কার্যালয় থাকবে।
2. প্রতিটি অঞ্চলের পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকবে।
3. প্রতিটি অঞ্চলে বসতি অবস্থান করবে।
4. অঞ্চলের অধিবাসীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা থাকবে।
5. প্রতিটি অঞ্চলের অবস্থানের আয়তন ও সীমানা থাকবে।

অঞ্চলের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Regions) :

অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার ভিত্তিতে অঞ্চলকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন— যথা (অ) রীতিসিদ্ধ / আনুষ্ঠানিক অঞ্চল (Formal Region) ও (আ) কার্যভিত্তিক / কার্যকরী অঞ্চল (Functional Region)

(অ) রীতিসিদ্ধ / আনুষ্ঠানিক অঞ্চল (Formal Region) :

রীতিসিদ্ধ অঞ্চল হল এমন একটি ভৌগোলিক অঞ্চল যা একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে সমসত্ত্ব হবে। অর্থাৎ এইসব অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু ও উদ্ভিদ সমশ্রেণিভুক্ত। প্রাথমিক সংজ্ঞায় রীতিসিদ্ধ অঞ্চলগুলি মূলত প্রাকৃতিক উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করে বিভাজিত হয়েছে এবং পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক উপাদানগুলি ব্যবহার করা হয়েছে।

1. প্রাকৃতিক অঞ্চল (Natural Region) : প্রাকৃতিক অঞ্চল ভূ-প্রকৃতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য যেমন - ভূমিরূপ, জলবায়ু এবং স্বাভাবিক উদ্ভিদের উপর ভিত্তি করে বিভাজিত হয়েছে। অর্থাৎ এই অঞ্চলগুলির স্থানিক অস্তিত্ব নির্ণয় বা চিহ্নিত করা হয়েছে। 1922 সালে এল. ডাডলি স্ট্যাম্প (L. Dudly Stamp) সমগ্র ভারতবর্ষকে ভূমিরূপ এবং ভূপ্রকৃতির ভিত্তিতে 3টি প্রধান অঞ্চল ও 22টি উপঅঞ্চলে ভাগ করেন। 1928 সালে জে.এন.এল. বেকার (J.N.L. Baker) ভারতকে একইভাবে কতগুলি প্রাকৃতিক অঞ্চলে ভাগ করেন। আবার, এস. পি. চ্যাটার্জী (S.P.chatterjee) ভারতকে 7টি প্রধান ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলে ভাগ করেছেন।

2. অর্থনৈতিক অঞ্চল (Economic Region) : আবার রীতিসিদ্ধ অঞ্চলগুলি প্রধানত শিল্প ও কৃষির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক আঞ্চলিকীকরণের জন্যে আরও নানাধরনের উপাদানের সাহায্য নেওয়া হয় যেমন— আর্থিক জনপ্রতি আয়, বেকারত্বের পরিমাণ, এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিমাণ প্রভৃতি। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে এই সময় থেকে একটি বা দুটি উপাদানের পরিবর্তে একাধিক উপাদানের সাহায্য নেওয়া হয়। যেমন— ড্যানিয়েল থর্ণনার (Daniel Thorner) ভারতকে 20টি কৃষি অঞ্চলে ভাগ করেন।

3. সামাজিক ও রাজনৈতিক অঞ্চল (Social & Political Region) : আধুনিককালে ভাষা, ধর্ম, জনজাতি বা উপজাতির সংখ্যা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে আঞ্চলিকীকরণ করা হয়। ভারতের রাজ্যগুলিকে ভাষার দিক থেকে ভাগ করা হয়েছে। এই বিভাজনকে একটি সামাজিক অঞ্চল বিভাজনের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

(আ) কার্যভিত্তিক / কার্যকরী অঞ্চল (Functional Region) :

কার্যভিত্তিক অঞ্চল হল সেইসব ভৌগোলিক অঞ্চল যা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। বেরি (Berry) এবং হ্যানকিনের (Hankin)-এর মতে পৃথিবীর ওপর অবস্থিত যে অংশগুলি কোন একটি কার্যের ভিত্তিতে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে তাকে কার্যভিত্তিক অঞ্চল বলে। এই অঞ্চল একটি বা অনেকগুলি নির্দিষ্ট ঘটনার দ্বারা আলাদা করা হয়। সুতরাং কার্যভিত্তিক অঞ্চল হল একটি এককেন্দ্রিক অঞ্চল, যার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের একক অবস্থান করলেও তারা কার্যের ভিত্তিতে পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ একটি কার্যভিত্তিক অঞ্চল শহর, নগর এবং গ্রাম দ্বারা গঠিত হলেও প্রধানত কার্যের ভিত্তিতে তারা পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে। আর. পি. মিশ্রের (R. P. Mishra) এর মতে কার্যভিত্তিক অঞ্চলকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়।

1. অক্ষীয় অঞ্চল (Axial Region) : একটি যাতায়াতের অক্ষ ও চারপাশের অবস্থিত বসতিগুলি কার্যকারিতা সম্পর্কের ভিত্তিতে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই অক্ষ রেলপথ, সড়কপথ এবং খালও হতে পারে। এই অক্ষটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে এবং চারপাশের অঞ্চলকে অর্থনৈতিক দি

Scanned by CamScanner

থেকে উন্নত করতে সক্ষম হয়।

2. মহানগর (Metropolitan Region) : প্যাট্রিক গেডেস (Patrik Geddes)ই সর্বপ্রথম নগরাঞ্চল (city Region) শব্দটি ব্যবহার করেন। পরবর্তীকালে ডিকিনসন (Dikinson), স্মাইলস (smiles) এবং গ্রীন (Green) এবং অন্যান্যরা এককেন্দ্রিক অঞ্চল সম্বন্ধে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বিভিন্ন দেশের এককেন্দ্রিক অঞ্চলগুলি নির্ণয় করেন। সুতরাং মেট্রোপলিটন অঞ্চল এমন একটি কার্যভিত্তিক অঞ্চল যার কেন্দ্রে বৃহৎ নগর (Metropolis) অবস্থান করবে এবং নগরটি আশেপাশের ছোট শহর এবং গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে একাধিক কার্যভিত্তিক আন্তঃসম্পর্কের দ্বারা যুক্ত থাকবে।

আবার কার্যভিত্তিক এবং রীতিসিদ্ধ উভয় অঞ্চলের মিশ্রণে অন্য একটি তৃতীয় অঞ্চলের ধারণার উদ্ভব হয়েছে। সেটি হল—

(ই) পরিকল্পনা অঞ্চল (Planning Region) :

পরিকল্পনা অঞ্চল হল এমনই একটি ভৌগোলিক অঞ্চল যেখানে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা যেতে পারে যা আঞ্চলিক সমস্যা দূরীকরণে সাহায্য করবে। বুডিভিলের (Boudeville)-এর মতে পরিকল্পিত অঞ্চল হল "সেইসব এলাকা যেখানে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তে

যথেষ্ট দৃশ্য দেখা যায়। আবার কিবলে (Keeble)-এর মতে পরিকল্পিত অঞ্চল সেইসব এলাকা যেখানে অধিক জনসংখ্যা পর্যাপ্ত কর্মের সুযোগ আছে তথাপি সেই সব অঞ্চলে কিছু সমস্যা বিদ্যমান থাকে। এক্ষেত্রে পরিকল্পনা অঞ্চলে অন্তত একটি উন্নয়ন কেন্দ্র থাকবে এবং এই সমস্যাগুলি সম্পর্কে একটি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে সচেতনতা দেখা যাবে।

ভারতবর্ষের মত দেশে পরিকল্পনা অঞ্চল চিহ্নিত করা একটি অন্যতম প্রধান কাজ। এই অঞ্চলগুলি রীতিসিদ্ধ (Formal) এবং কার্যভিত্তিক (Functional) দুই হতে পারে। আর.পি. মিশ্র (R.P. Mishra)-এর মতে পরিকল্পনা অঞ্চলকে চারটি ভাগে ভাগ করা যথা। সেগুলি হল— 1. মহানগর (Metropolitan) 2: নদীউপত্যকা অঞ্চল 3. অক্ষীয় অঞ্চল (Axial Region) এবং 4. পিছিয়ে পড়া অঞ্চল।

দামোদর উপত্যকা অঞ্চল (DVC) ভারতের একটি পরিকল্পিত নদী উপত্যকা অঞ্চলের উদাহরণ।

আঞ্চলিককরণের আকার ও মাত্রা (Scales and Levels of region) :

আঞ্চলিক সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য উপযুক্ত আয়তনের অঞ্চল নির্বাচন করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কিন্তু একটি অঞ্চলের আকার নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে কোন সাধারণ নিয়ম মেনে চলা হয় না। অধিকাংশ সময়ে সমস্যার প্রকৃতি অনুসারে অঞ্চলের আকার নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। যেমন— স্থানীয় সমস্যা সমাধান করার জন্য সাধারণত একটি জেলা বা কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গঠিত একটি ছোট অঞ্চলকে নির্বাচন করা হয়। অন্যদিকে অর্থনৈতিক এবং সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় বড় অঞ্চলগুলিকে গণ্য করা হয়ে থাকে সুতরাং, আঞ্চলিক পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করবার সময় পরিকল্পনাকারীদের বিভিন্ন আকারের অঞ্চলসমূহকে ব্যবহার করতে হয়। এইভাবে বিভিন্ন আয়তনের অঞ্চলকে ভিত্তি করে আঞ্চলিক পরিকল্পনা করলে একটি অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্রতম একক গুলিরও উন্নয়নের সম্ভবনাকে সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়। আয়তনের বিচারে নিম্নলিখিত অঞ্চলগুলিকে চিহ্নিত করা যায়।

(1) বৃহদাকার অঞ্চল (Macro Region) : একটি দেশের মধ্যে নির্ধারিত বৃহত্তম অঞ্চলগুলি সাধারণত এক বা একাধিক রাজ্য অথবা পর্বতমালা, মালভূমি, সমভূমি ইত্যাদির মত বিশাল ভূমিরূপ দিয়ে গঠিত হবে। এই ধরনের বৃহত্তম বা প্রথম, পর্যায়ের অঞ্চলগুলি বিশেষত যাদের প্রাকৃতিক ও প্রশাসনিক সীমার মধ্যে সম্পূর্ণ বা প্রায় সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য দেখা যায়, তাদের ভৌগোলিক অঞ্চলে Macro Region বলা হয়। ভারতবর্ষকে ভূ-প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে S.P.Chatterjee সাতটি বৃহদাকার অঞ্চলে ভাগ করেছেন। যেমন উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল, উত্তর ভারতের গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু সমভূমি অঞ্চল ইত্যাদি। মূলতঃ ভূমির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে এই অঞ্চলগুলি

Scanned by CamScanner

নির্ধারিত হয়েছে।

(2) মধ্যম আকারের অঞ্চল (Meso Region) : এই দ্বিতীয় পর্যায়ের অঞ্চলের আয়তন বৃহদাকার অঞ্চলের তুলনায় কম হয় এবং তাদের কয়েকটি প্রাকৃতিক অথবা অপ্রাকৃতিক নির্ণায়কের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়। মধ্যম আকারের অঞ্চলগুলির সীমা ও রাজনৈতিক সীমার মধ্যে সামঞ্জস্য দেখা যায়। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে এই অঞ্চলগুলি বিভিন্ন প্রশাসনিক একক্যের মধ্যে অবস্থান করতে পারে। ভারতে একটি মধ্যম আকারের অঞ্চলের উদাহরণ হল কলকাতা মহানগর অঞ্চল (Calcutta Metropoliton Region) এই অঞ্চলটি নানা ধরনের আর্থসামাজিক নির্ণায়কের ভিত্তিতে এবং আর্থ সামাজিক উন্নয়নের পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে নির্ধারণ করা হয়েছে। মধ্যম আকারের অঞ্চলের আর একটি উদাহরণ হল দামোদর অববাহিকা অঞ্চল। এখানে সমগ্র অববাহিকাটিকেই একটি অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কারণ দামোদর নদী ও তার উপনদীগুলি মিলিত হয়ে একটি ইউনিট গঠন করে সুতরাং এই সমগ্র অঞ্চলটি মধ্যম আকারের অঞ্চল হিসাবে বহুমুখী নদী পরিকল্পনা রূপায়নের জন্যে চিহ্নিত করা হয়েছে।

(3) ক্ষুদ্রাকার অঞ্চল (Micro Region) : এই তৃতীয় পর্যায়ের অঞ্চলগুলি বৃহত্তর অঞ্চলের মধ্যে অবস্থান করে। এদের সাধারণত জেলার মত ক্ষুদ্রাকার প্রশাসনিক একক্যের ভিত্তিতে এবং সীমিত স্থানে আঞ্চলিক পরিকল্পনার জন্য নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এজন্য এই অঞ্চলগুলির সীমা সাধারণত কোন রাজনৈতিক সীমানাকে অনুসরণ করে।

(4) স্থানীয় অঞ্চল (Locals) : এইরূপ চতুর্থ পর্যায়ের বা ক্ষুদ্রতম অঞ্চলসমূহ একটি মাত্র গ্রাম অথবা কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে। এই শ্রেণির অঞ্চলের সীমা ক্ষুদ্রতম প্রশাসনিক একক্যের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়। শুধুমাত্র কিছু স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এই অঞ্চলগুলিকে চিহ্নিত করা হয়।

ভৌগোলিক অঞ্চল (Geographic Space) :

ভূগোলবিদ্‌গণ অঞ্চল বলতে সাধারণত পৃথিবীর উপরে অবস্থিত এমন একটি অনুভূমিক তল বা বৃত্তিক্ষেত্র থাকেন যার প্রধান উপাদানগুলি সমষ্টির বিচারে অন্যান্য স্থান বা স্তরগুলি থেকে পৃথক হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটি অঞ্চল ভূপৃষ্ঠ থেকে ওপর দিকে অথবা নিচের দিকে অথবা উভয়দিকেই একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে থাকে। এই ধরনের একটি স্তরকে ভৌগোলিক স্থান বা Geo Space বলা হয়। এবং এই ভৌগোলিক স্থানের একটি সীমাবদ্ধ অংশকে ভৌগোলিক অঞ্চল বা Geo Region বলা হয়।

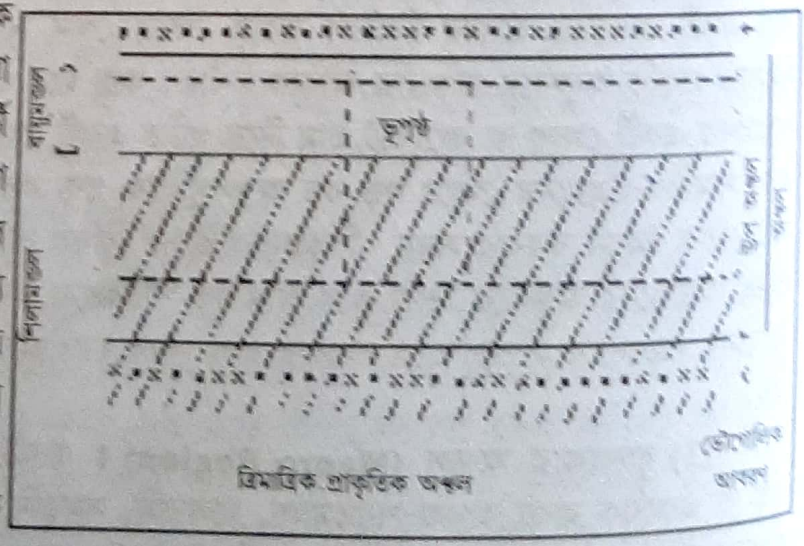

ভৌগোলিক অঞ্চলগুলি প্রকৃতপক্ষে ত্রিমাত্রিক স্তর। এদের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও আয়তন ছাড়াও উচ্চতা বা গভীরতা এবং ঘনফল থাকে। দুটি অঞ্চলের মধ্যবর্তী রৈখিক সীমানা, ভূমি ও জলভাগের প্রাকৃতিক উপরিভাগ এবং তাদের তলদেশ দিয়ে প্রসারিত হয়। একটি জটিল বা বহু বৈশিষ্ট্যভিত্তিক ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে একাধিক স্তর দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে সমভূমিতে অবস্থিত একটি সাধারণ প্রাকৃতিক অঞ্চল তার নিম্নস্থ শিলাস্তর মৃত্তিকা ও উদ্ভিদ আবরণ এবং বায়ুমণ্ডলের নিম্নতম স্তর নিয়ে গঠিত হয়। প্রাকৃতিক অঞ্চলের উর্ধ্বতম ও নিম্নতম সীমা দুটি ভৌগোলিক আবরণের সীমার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। অর্থনৈতিক অঞ্চলের ক্ষেত্রে তার উর্ধ্বতম ও নিম্নতম সীমাকে নির্ধারণ না করা গেলেও প্রকৃতপক্ষে এটি একটি উপমাত্রিক অঞ্চল। এই ধরনের অঞ্চলের অর্থনীতিতে খনিজ উৎপাদনে এবং খনিজের ভূমিকার বিষয়ে বিবেচনা করলে অর্থনৈতিক অঞ্চলের ত্রিমাত্রিক প্রকৃতি সম্বন্ধে সহজে ধারণা করা যায়।

Scanned by CamScanner

আঞ্চলিকীকরণের দৃষ্টিভঙ্গি
Approaches to Regionalization

ভূগোলের আলোচনায় ব্যাপ্তিস্থানের (space) ধারণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাই ভূগোলে অঞ্চল একটি বহুল ব্যবহৃত শব্দ। ভৌগোলিকদের কাছে অঞ্চল এক বা একাধিক সমধর্মী গুণবিশিষ্ট এলাকা। এই অঞ্চলকেই কেন্দ্র করেই প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয়ের উদ্ভবের বিকাশ এবং মানবিক কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। আবার ভিন্ন কর্মকান্ড আবার ভিন্ন প্রকৃতির। তাই বলা যায় এই সমস্ত বিষয়কে সঠিকভাবে তুলে ধরতে আঞ্চলিক ভূগোলে আঞ্চলিকীকরণের দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ স্থান পেয়েছে।

আঞ্চলিকীকরণ ও অঞ্চল চিহ্নিতকরণ (Regionalisation and delineation of Region) :
আঞ্চলিকীকরণ বলতে অঞ্চল চিহ্নিতকরণের পদ্ধতিকে বোঝায়। সাধারণত অর্থনৈতিক সমস্যা দূরীকরণের জন্য নির্দিষ্ট কতগুলি বিষয়ের সাহায্যে রীতিসিদ্ধ অঞ্চল (Formal Region) এবং একইভাবে যাতায়াতের সমস্যা দূর করার জন্য কার্যভিত্তিক অঞ্চল (Functional Region) চিহ্নিত করা হয়। বর্তমানে বিভিন্ন গাণিতিক বা পরিমাণবাচক পদ্ধতি দ্বারা অঞ্চল চিহ্নিত করা হচ্ছে। আবার, রীতিসিদ্ধ অঞ্চল চিহ্নিত করার জন্য যেসমস্ত স্থানীয় এককগুলির বৈশিষ্ট্য একই ধরনের কিন্তু সেগুলির সঙ্গে সেই অঞ্চলের বাহিরে অবস্থিত স্থানগুলির পার্থক্য থাকে। সেগুলিকে আলাদা করা হয়। এরফলে যে রীতিসিদ্ধ অঞ্চলের সৃষ্টি হয় সেগুলি পুরোপুরিভাবে সমসত্ত্ব না হলেও কতগুলি নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী সমসাত্ত্বিকতা বজায় রাখে। সাধারণত অঞ্চলগুলি চিহ্নিত করার জন্য একাধিক একক ব্যবহার করা হয় যেমন — বেকারত্বের পরিমাণ, কার্যকলাপের পরিমাণ, স্থানান্তরের রীতিনীতি ইত্যাদি। এই এককগুলি পরিবর্তনশীল হওয়াতে অঞ্চল চিহ্নিতকরণের কাজ কঠিন হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে দুটি উপায়ে অঞ্চল চিহ্নিতকরণ সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।
যথা— (1) ভার আরোপিত সূচকসংখ্যা পদ্ধতি ও (2) নিয়ামক বিশ্লেষণ পদ্ধতি।

(1) ভার আরোপিত সূচকসংখ্যা পদ্ধতি (Weighted Index Number Method) :
এই পদ্ধতির প্রবক্তা হলেন বুডেভিল (Boudeville)। পরে অন্যান্য ভৌগোলিকরা আরও আধুনিক পদ্ধতি Cluster Analysis এবং Social Area Analysis-এর জন্য বুডেভিল যে অঞ্চলটি বেছে নিলেন সেটিকে 9টি ভাগে ভাগ করলেন এবং প্রত্যেকটি ভাগের জন্য বেকারত্বের হার এবং জনপ্রতি আয় নির্ধারণ করলেন। নীতিগত দিক থেকে প্রধান সমস্যাসংকুল অঞ্চলটি অর্থাৎ অর্থনৈতিক সমস্যাযুক্ত অঞ্চলটিকে নির্ণয় করাই হল প্রধান কাজ। কিন্তু এককভাবে সমস্যাজড়িত অঞ্চল চিহ্নিত করা কঠিন। তাই মিলিতভাবে বিশ্লেষণ করে আদর্শ বিচ্যুতি (Standard Deviation)-এর মাধ্যমে (চিত্র-2) সমস্যা অঞ্চল হিসাবে নির্ণয় করা হয়। এই পদ্ধতি সহজ, তাই জনপ্রিয়।

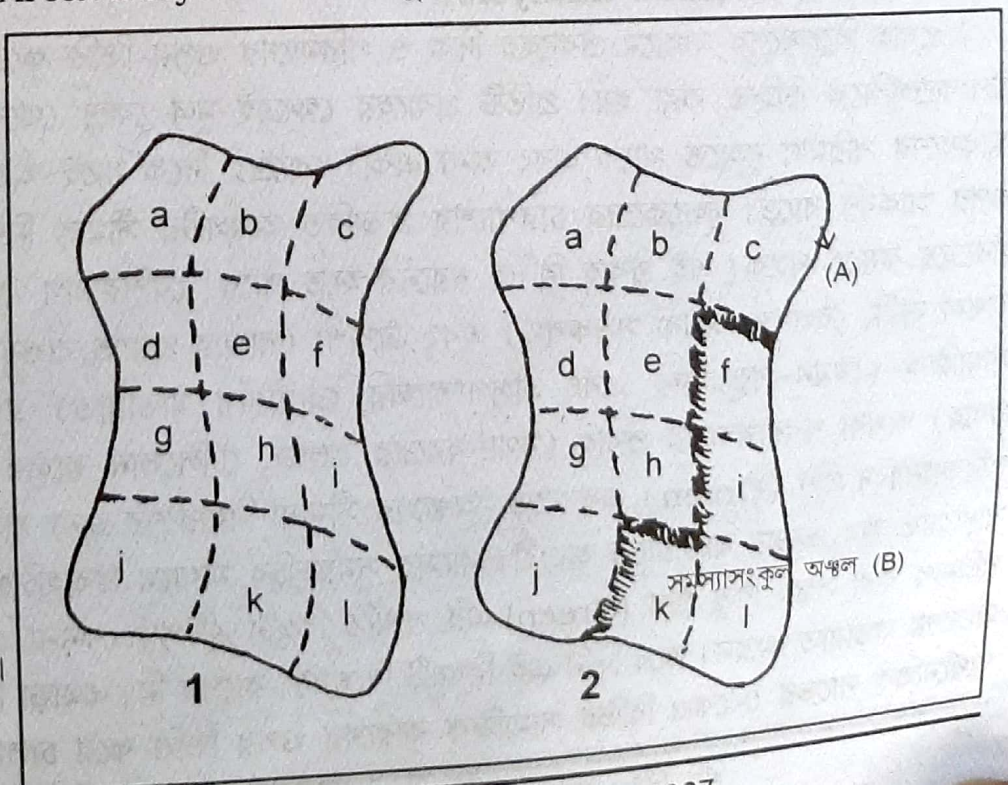

Scanned by CamScanner

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় একটি অঞ্চলের অবস্থানের ক্ষেত্রে বেকারত্বের হার কম বা বেশি তা গড় বেকারত্বের হার অর্থাৎ আদর্শ বিচ্যুতি (standard deviation) বের করে নির্ণয় করা হয়।

মনে করা যাক নিম্নে চিত্রের মধ্যে নির্দেশিত অঞ্চলগুলির বেকারত্বের গড় শতকরা 4 এবং আদর্শ বিচ্যুতি (standard deviation)হল 5, এক্ষেত্রে 5 ও 5-এর বেশি ব্যবধানযুক্ত স্থানগুলিতে এই দুয়ের কেন্দ্রিকতা কম। তাই এই অঞ্চলগুলি সমস্যাসংকুল অঞ্চলরূপে বিবেচিত হয়। এখানে F,I,K,L অঞ্চলগুলি এইরূপ সমস্যাসংকুল অঞ্চলের অন্তর্গত।

(2) নিয়ামক বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Factor Analysis Method) ঃ

অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি তুলনামূলকভাবে আধুনিক ও গাণিতিক পদ্ধতি। পরিকল্পনাবিদ B.J.Berry 1961 সালে সর্বপ্রথম আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। পরবর্তীসময়ে 1968 সালে ডি.এম.স্মিথ (Smith) উত্তর-পশ্চিম ইংল্যান্ডের অনুন্নত অঞ্চলের সীমানা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। স্মিথ 14টি শিল্প স্থাপনের নিয়ামক এবং 14টি আর্থসামাজিক নিয়ামক অঞ্চলের সীমানা নির্ণয়ের জন্য নির্ধারণ করেন। স্মিথ 'Industrial change' এবং 'Industrial Structure' এই দুইটিকে আর্থসামাজিক বলে চিহ্নিত করেন। যুক্তরাজ্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই দুইটি নিয়ামক প্রয়োগ করেন স্মিথ পূর্ব ল্যাঙ্কাশায়ারকে 'অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য অঞ্চল এবং মধ্য ল্যাঙ্কাশায়ারকে কয়লা তুলাবলয় সমস্যা অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত করেন। এই পদ্ধতি প্রধানত ব্যবহৃত তথ্যগুলির ওপরে অনেকখানি নির্ভরশীল।

বর্তমানে কম্পিউটারের দ্রুত উন্নতি হওয়াতে এবং বিভিন্ন ধরনের পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি যেমন— Multivariate Analysis উন্নত হওয়াতে অঞ্চল চিহ্নিতকরণ ছাড়াও পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

আবার, কার্যভিত্তিক অঞ্চল চিহ্নিত করার জন্য সমস্ত স্থানীয় এককগুলিকে একত্রিত করা হয়, সেগুলির মধ্যে সাধারণত পারস্পরিক সম্পর্ক বর্তমান। সাধারণত একটি কেন্দ্রের থেকে চারপাশের অঞ্চলে প্রবাহের পরিমাণ নির্ণীত হয়। দুটি পদ্ধতিতে কার্যকরী অঞ্চল পৃথক করা হয়। যথা—

1. প্রবাহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকৃত তথ্যগুলির পর্যবেক্ষণ করা হয়।
2. মহাকর্ষীয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রবাহের তাত্ত্বিক দিকটি বিশ্লেষণ করা হয়।

1) প্রবাহ বিশ্লেষণ (Flow Analysis) ঃ

প্রবাহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রবাহের দিক ও পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে প্রধান কেন্দ্র এবং তার চারপাশের উপকেন্দ্রগুলিকে চিহ্নিত করা হয়। প্রতিটি প্রবাহের ক্ষেত্রেই মূল কেন্দ্র থেকে যত দূরে সরে যাওয়া যায় ততই আকর্ষণের পরিমাণ কমতে থাকে এবং অন্য একটি কেন্দ্রের দিকে যতই অগ্রসর হওয়া যায় ততই সেই কেন্দ্রের ওপর আকর্ষণ বাড়ে। মূলকেন্দ্রের চারপাশের প্রভাবিত অঞ্চলটির সীমান্ত নির্ণীত হয়। সেখানে প্রবাহের পরিমাণ সবচেয়ে কমতে থাকে। এই প্রবাহ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই প্রবাহ অর্থনৈতিক (পণ্য অথবা যাত্রী, রেলপথ অথবা সড়কপথ) এবং উদ্দেশ্য (বাজার করতে যাওয়া অথবা কার্যালয়ে গমন) এই প্রবাহ সামাজিক (যেমন-পড়ুয়াদের এবং হাসপাতালের রোগীদের যাতায়াত) রাজনৈতিক (যেমন-সরকারী খরচায় প্রবাহ) অথবা খবরাখবরের প্রবাহ (যথা-খবরের কাগজ, টেলিফোন কলের সংখ্যা)

পরিকল্পনাবিদ গ্রীণ (Green) এর মতে 'অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণের জন্য বাস সার্ভিসকে নির্ধারণ করেন। যাত্রীরা সাধারণত কম ভাড়ায় যাতায়াতে আগ্রহী। বাসের সময়সূচির মাধ্যমে প্রবাহচিত্র অঙ্কন করে একটি কেন্দ্রের গুরুত্ব পরিমাপ করা সম্ভব কিন্তু গ্রীণ (Green) এর পদ্ধতি কিছুটা ত্রুটিপূর্ণ কেননা মোটরগাড়ির সাহায্যেও মানুষ বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত করেন। তবে তিনি এই বিষয়টি বিশ্লেষণে রাখেন নি। এছাড়া কিছু কিছু সরকারি যাতায়াত ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক লাভের থেকেও বিভিন্ন সামাজিক কারণের ওপর ভিত্তি করে চালানো হয়।

Scanned by CamScanner

গ্রাফ তত্ত্ব ঃ

Boudeville এবং Dacey একটি টেলিফোন কল অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রধান নিয়ামক হিসাবে ব্যবহৃত একটি কেন্দ্রে প্রতিদিন যতগুলো টেলিফোন কল আসে এবং যায় এর উপর ভিত্তি করে সেই অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা নির্ধারণ করা সম্ভব। এই প্রবাহ ম্যাট্রিক্স (Matrix) এর আকারে বসানো হয় এবং এর থেকে প্রতিটি কেন্দ্রের বাহিরে এবং অভ্যন্তরে মূল এবং অন্যান্য প্রবাহের পরিমাণ আলাদা করা যেতে পারে। এই কেন্দ্রগুলিকে গুরুত্ব অনুযায়ী অঙ্কন করা হয় এবং এর সাহায্যে একটি অঞ্চলে বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে কার্যকারিতার সম্পর্ক অনেক বেশি সঠিকভাবে নির্ণয় করা হয়।

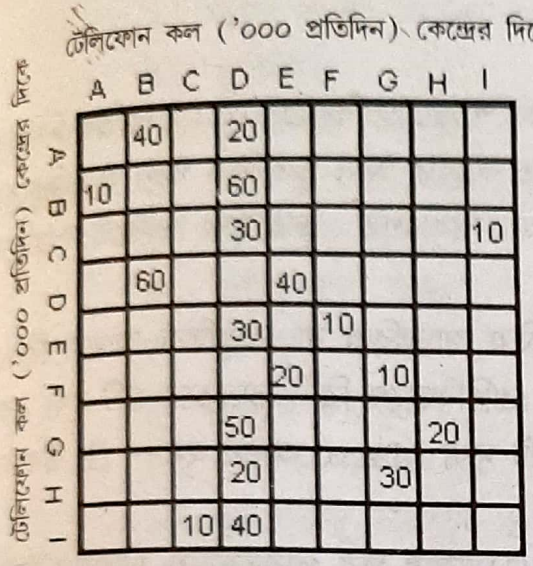

ম্যাট্রিক্স প্রবাহ
(প্রাথমিক ও গৌণ প্রবাহ)

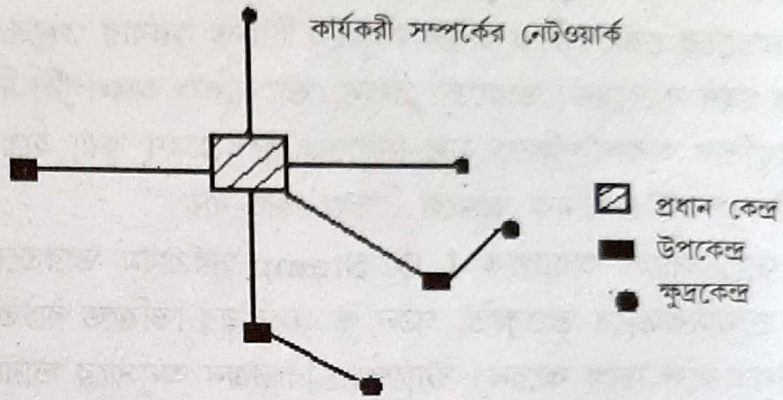

গ্রাফতত্ত্ব

2) মহাকর্ষীয় বিশ্লেষণ (Gravitational Analysis) ঃ

দুটি কেন্দ্রের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সরাসরি যুক্ত হয় এবং এই প্রক্রিয়া তথ্য সংগ্রহের উপর নির্ভরশীল। বর্তমান সময়ে দল বা পুঞ্জ শব্দের অর্থ জনসংখ্যা (population), চাকরি (employment), আয় (Income), ব্যয় (Expenditure) প্রভৃতি বুঝায়। দূরত্ব বলতে দুটি অঞ্চলের মধ্যে প্রকৃত দূরত্ব (মাইল বা কি.মি) চলাচলের দামের পরিমাণ ইত্যাদির সাহায্য বোঝানো হয়েছে। একটি গাণিতিক সূচকের সাহায্যে এই দুটি সম্পর্ককে দেখানো হয়েছে—

$$Tij = K\left[\frac{pipj}{d^2ij}\right]$$

Tij বলতে দুটি শহর i ও j-এর মধ্যে আকর্ষণী শক্তি (Gravitational Force)
pi ও pj হল দুটি কেন্দ্রের আয়তন।
dij হল এদের মধ্যকার দূরত্ব
K হল ধ্রুবক

সাধারণভাবে, সামাজিক ভৌতবিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে এই তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন Ziof, Really, Stewart, Stollffer এবং অন্যান্যরা। এই তত্ত্বটি নিউটনের দুটি পদার্থের মধ্যে আকর্ষণের তত্ত্ব থেকে আহরিত হচ্ছে।

Scanned by CamScanner